জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৭ আগস্ট ২০১৯ (বুধবার)

[সময়কালঃ ০৭.০৮.২০১৯–১১.০৮.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা প্রবল অবস্থায় রয়েছে। খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় আস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণও হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী বেশ কয়েকটি জেলায় মাঝারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বাভাস অনুযায়ী খুব শীঘ্রই দেশের কোথাও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে হাওড় এলাকার কিছু অংশে এ মাসের শেষ সপ্তাহে বন্যা দেখা দিতে পারে।

উপরোক্ত তথ্য এবং গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া বিবেচনা করে জেলাভিত্তিক কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

সম্প্রতি বন্যা হয়েছে এমন জেলাগুলোর জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হলো:

আউশ ধান (বন্যায় ক্ষতি হয়নি এমন এলাকায়)**:**

- জমি থেকে আতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন এবং আউশ ধানের জমিতে পানির স্তর ২-৫ সে.মি. বজায় রাখুন।
- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধরণের রোগবালাই দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধে সতর্ক থাকতে হবে।
- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক স্প্রে করুন।

আমন ধান (বন্যায় ক্ষতি হয়নি এমন এলাকায়)**:**

- বীজতলায় আমন ধান বপন সম্পন্ন করুন। বীজতলা আগাছা মুক্ত রাখুন।
- চারা রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করুন।
- আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক (বোরো/আউশ মৌসুমে জিঙ্ক প্রয়োগ করে থাকলে জিঙ্ক প্রয়োগের প্রয়োজন নেই) এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন। চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান। সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমিতে ৫-৭ সেমি পানি রাখুন।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্যে অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করতে হবে।

বন্যায় ক্ষতি হয়েছে এমন এলাকার জন্য পরামর্শ:

দন্ডায়মান ফসল, গবাদি পশু, হাঁসমুরগী ও মাছের ওপর বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হলো:

১. উঁচু জমিতে সম্মিলিতভাবে বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারার জন্য স্থানীয় জাত নির্বাচন করতে হবে। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই চারা রোপণ করতে হবে।
২. মূল জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করতে হবে। জমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব স্বল্প মেয়াদী জাত (ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৯, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫) কিংবা মধ্য মেয়াদী জাত (বিআর -২৫, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৯, ব্রি ধান-৮০) এর বীজ নিয়ে বীজতলায় চারা তৈরি করতে পরামর্শ দেয়া হলো।
৩. আলোক অসংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী জাত (বিনা ধান-০৭, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭) সরাসরি বপনের পরামর্শ দেয়া হলো।
৪. পুনরায় বন্যা পরিস্থিতি ও ভারী বৃষ্টি থেকে উত্তরণের জন্য জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ধান নির্বাচন করতে হবে (ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭৯, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২)।
৫. পাটের জন্য জলাবদ্ধতা ক্ষতিকর, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় জমিতে পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. সবজির জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. বন্যার পানি সরে গেলে বৃষ্টিপাতের পর আগাম শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করুন।
৮. গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
৯. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।
১০. গবাদি পশুকে উঁচু জায়গায় রাখুন।
১১. গবাদি পশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রাখুন।
১২. বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছে এমন জায়গা থেকে গবাদি পশুকে দূরে রাখুন।
১৩. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।
১৪. পরিবর্তিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

এ ছাড়াও কিছু জেলার অন্যান্য ফসলের জন্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

পাট:

- পাটের জন্য জলাবদ্ধতা ক্ষতিকর, দেরীতে লাগানো ফসলের জমিতে পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের সময় বালাইনাশক প্রয়োগ করা সমীচীন নয়, কাজেই পার্চিং এর ব্যবস্থা করে পাটের বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন। ভাল মানের আঁশ পাওয়ার জন্য রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।

সবজি:

- সেচ ও বালাইনাশক প্রদান থেকে বিরত থাকুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ এর জমি আগাছা মুক্ত করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ, মরিচ ও অন্যান্য সবজির জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গ্রীষ্মকালীন সবজি, মরিচ প্রভৃতির ক্ষেত্রে পাতা কোকড়ানো রোগ থেকে রক্ষার জন্য বৃষ্টিপাতের পর ১ লিটার পানিতে ২ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়শ লাগান।

উদ্যান ফসল:

- বৃষ্টিপাতের পর আম বাগানের আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বৃষ্টিপাতের পর বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করতে হবে।
- আম, পেয়ারা লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।

নারকেল:

- বর্ষা মৌসুমে নারকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য ম্যানকোজেব স্যাশে (৫ গ্রাম) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্যানোডার্মা রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- রাইনোসেরস বিটল এর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গাছের উপরের অংশ পরিষ্কার রাখুন। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে গাছের নীচে গর্তে থাকা বিভিন্ন পর্যায়ের পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- আর্দ্র ও জলাবদ্ধ অবস্থায় সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি নিমবিসিডিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারকেল চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করুন।

কলা:

- কলাগাছ রোপণ করুন। আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- ঝোড়ো হাওয়া থেকে ফসল রক্ষার জন্য খুটির ব্যবস্থা করুন।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিরোধের জন্য বৃষ্টিপাতের পর ২০গ্রাম/লিটার হারে সিউডোমোনাস স্প্রে করুন, আক্রমণ বেশি হলে বৃষ্টিপাতের পর ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার দুই পাশে স্প্রে করুন।
- কান্ডের উইভিল আক্রমণ করলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত মাত্রায় ক্লোরোপাইরিফস অথবা কুইনালফস প্রয়োগ করুন।
- ৩ মাস বয়স হলে বৃষ্টিপাতের পর গাছ প্রতি ১২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম এসএসপি এবং ২৭৫ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী:

- বর্ষা মৌসুমের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।
- গবাদি পশুকে শুকনো জায়গায় রাখুন। ।
- ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির সুস্থতা ও ওজন বৃদ্ধির জন্য কৃমিনাশক প্রয়োগ করুন।
- মুরগীর রাণীক্ষেত রোগ থেকে রক্ষার জন্য পানি ও খাবারের সাথে এন্টিবায়োটিক খাওয়ান।
- হাঁস মুরগী শুকনো জায়গায় রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৭ আগস্ট, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৬ আগস্ট, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৭ আগস্ট, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	১৩	৩৩.১	২৭.৪	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৩.৫	২৭.৮
	টাঙ্গাইল	০০	৩৪.০	২৭.২		ঈশ্বরদী	০০	৩২.৮	২৭.৬
	ফরিদপুর	০৮	৩১.৬	২৬.১		বগুড়া	০৩	৩৪.৪	২৮.০
	মাদারীপুর	৪৫	৩০.৩	২৬.১		বদলগাছী	১৯	৩৩.৩	২৭.২
	গোপালগঞ্জ	১৩	৩০.৬	২৫.৮		তাড়াশ	০৪	৩২.৫	২৮.৪
	নিক্‌লি	০৩	৩৪.২	২৮.৪					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩৫.৮	২৭.৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০৬	৩৩.৬	২৭.৬		দিনাজপুর	০২	৩৪.৭	২৭.১
	নেত্রকোনা	০৩	৩৩.৬	২৬.৬		সৈয়দপুর	০০	৩৫.৮	২৭.২
						তেঁতুলিয়া	৭০	৩৪.৬	২৪.৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১১	৩১.৮	২৬.৪		ডিমলা	১২	৩৪.৫	২৬.০
	সন্দ্বীপ	০৯	৩১.৬	২৬.০		রাজারহাট	২৩	৩৪.৫	২৬.১
	সীতাকুন্ড	১২	৩২.২	২৬.৫					
	রাঙ্গামাটি	০২	৩১.৫	২৫.০	খুলনা	খুলনা	১২	৩১.৫	২৭.৪
	কুমিল্লা	০৬	৩২.৫	২৭.৩		মংলা	১৩	৩১.০	২৬.৫
	চাঁদপুর	০৪	৩১.৮	২৬.১		সাতক্ষীরা	১০	৩১.২	২৬.৭
	মাইজদীকোর্ট	৩১	৩১.৬	২৫.৮		যশোর	০৫	৩১.৮	২৭.৪
	ফেনী	২৮	৩২.৫	২৬.৮		চুয়াডাঙ্গা	০৪	৩১.৬	২৬.০
	হাতিয়া	৫০	২৯.৫	২৪.৮		কুমারখালী	০২	৩১.৬	২৬.৬
	কক্সবাজার	১০	৩০.৫	২৫.০					
	কুতুবদিয়া	০৬	৩১.০	২৫.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩০.৭	২৬.২
	টেকনাফ	৬২	৩০.৬	২৪.০		পটুয়াখালী	১৮	৩০.৭	২৬.৪
						খেপুপাড়া	৩১	৩০.৬	২৫.৭
সিলেট	সিলেট	০১	৩৬.৫	২৭.৮		ভোলা	৪০	৩০.৭	২৬.৪
	শ্রীমঙ্গল	০১	৩৫.০	২৬.৫					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৩.৯১ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.০৮ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে।

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (০১/০৮/২০১৯ হতে ০৭/০৮/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৩.৫০ থেকে ৪.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৭৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং রংপুর বিভাগের অনেক স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৭ আগস্ট হতে ১১ আগস্ট পর্যন্ত)

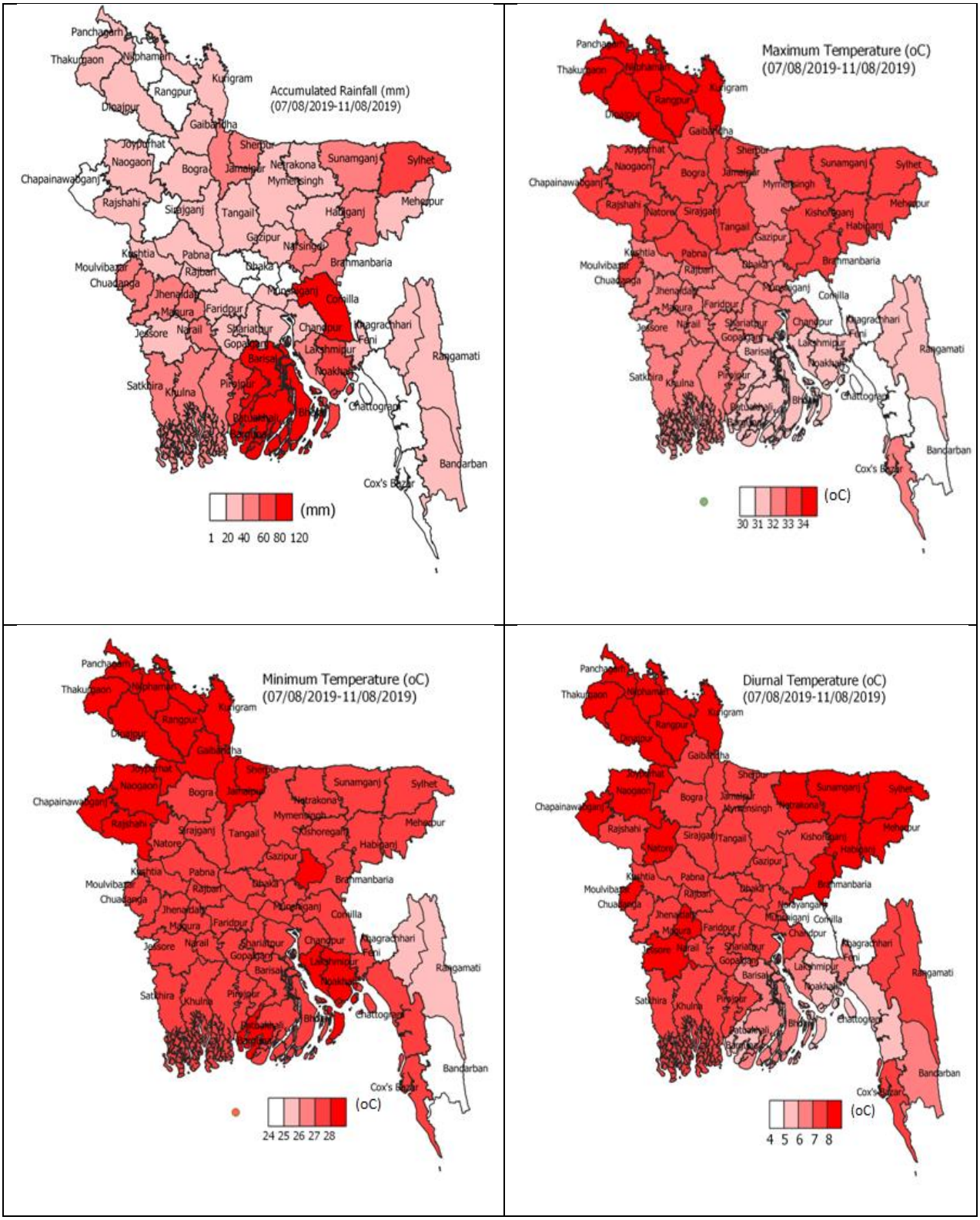

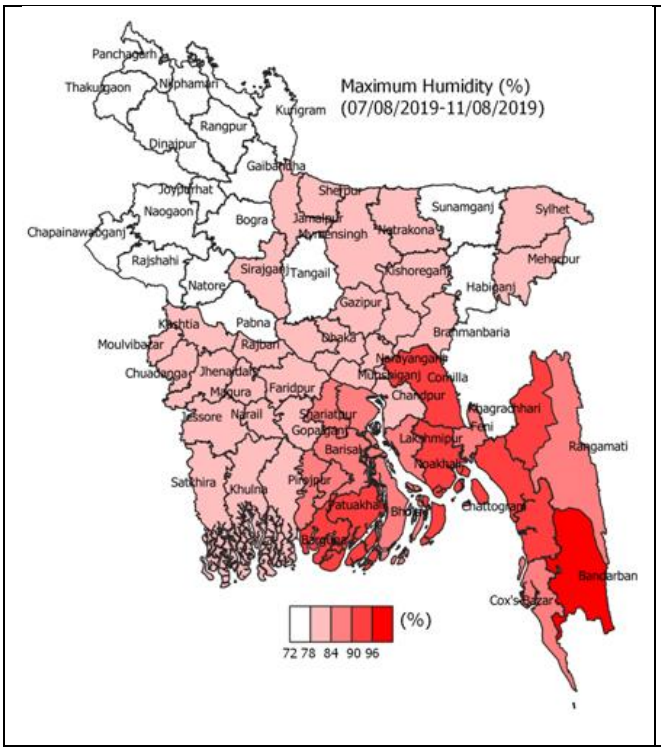

Maximum Humidity (%)
(07/08/2019-11/08/2019)
(%)
72 78 84 90 96

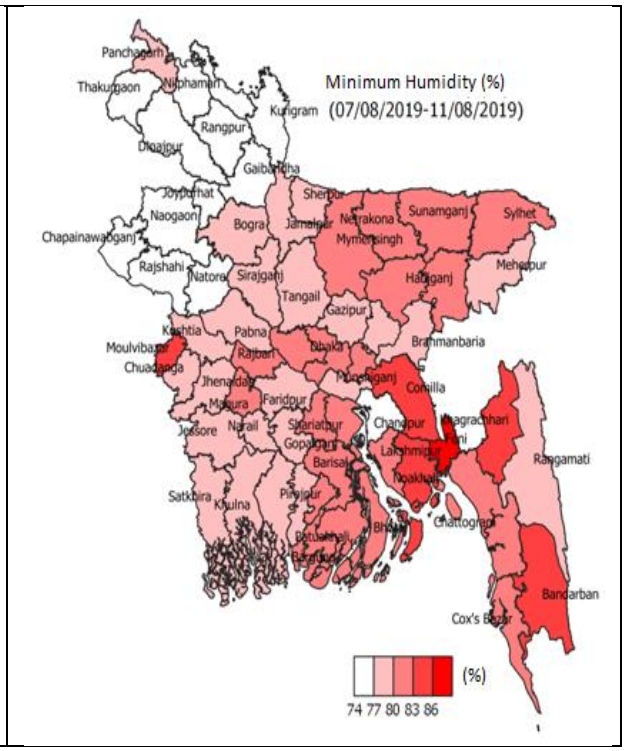

Minimum Humidity (%)
(07/08/2019-11/08/2019)
(%)
74 77 80 83 86

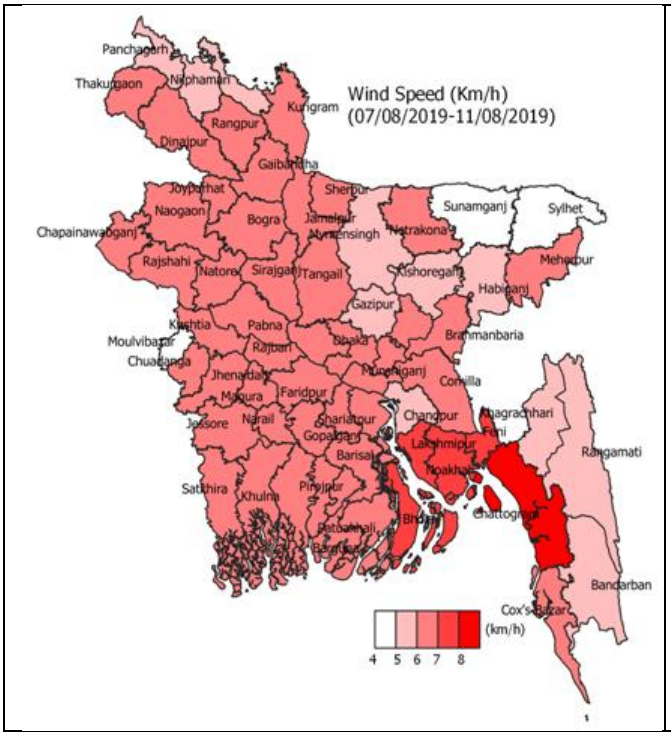

Wind Speed (Km/h)
(07/08/2019-11/08/2019)
(km/h)
4 5 6 7 8

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number 30 (21 July -27 July) over Agricultural regions of Bangladesh

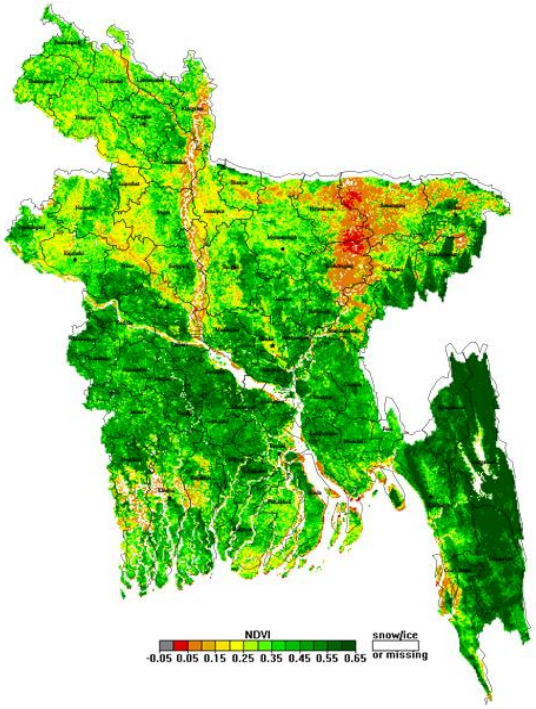

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 30 (21 July -27 July) over Agricultural regions of Bangladesh

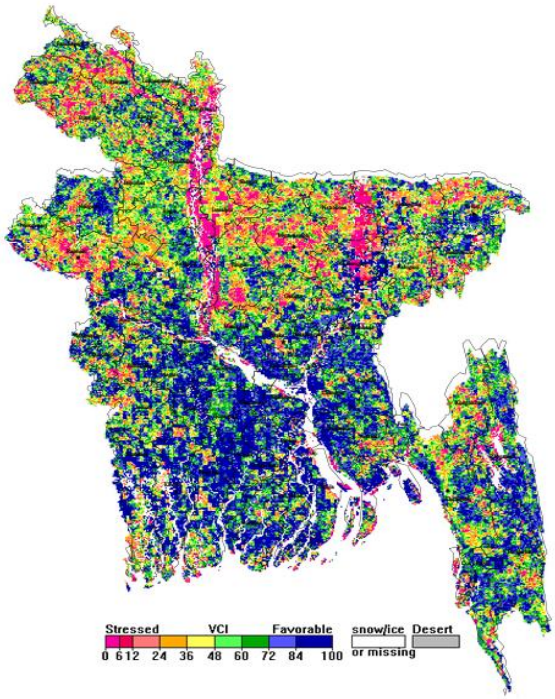

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 30 (21 July -27 July) over Agricultural regions of Bangladesh

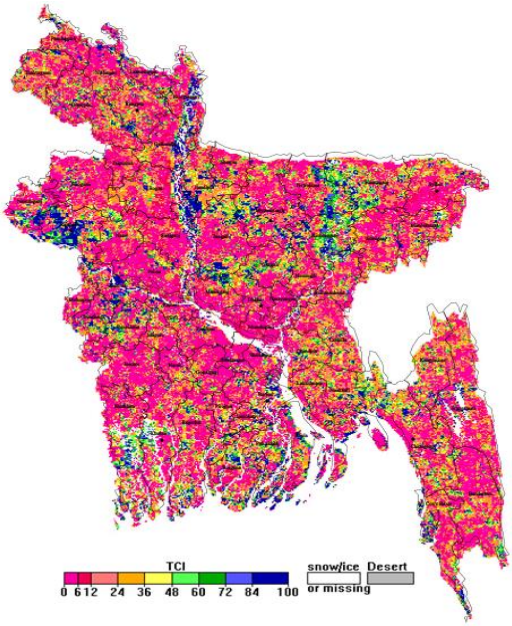

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 30 (21 July -27 July) over Agricultural regions of Bangladesh

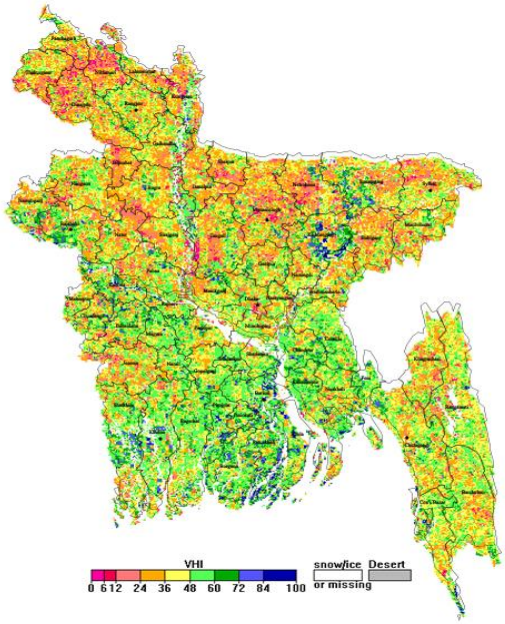

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলো স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ-পশ্চিম, জেলাগুলো শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

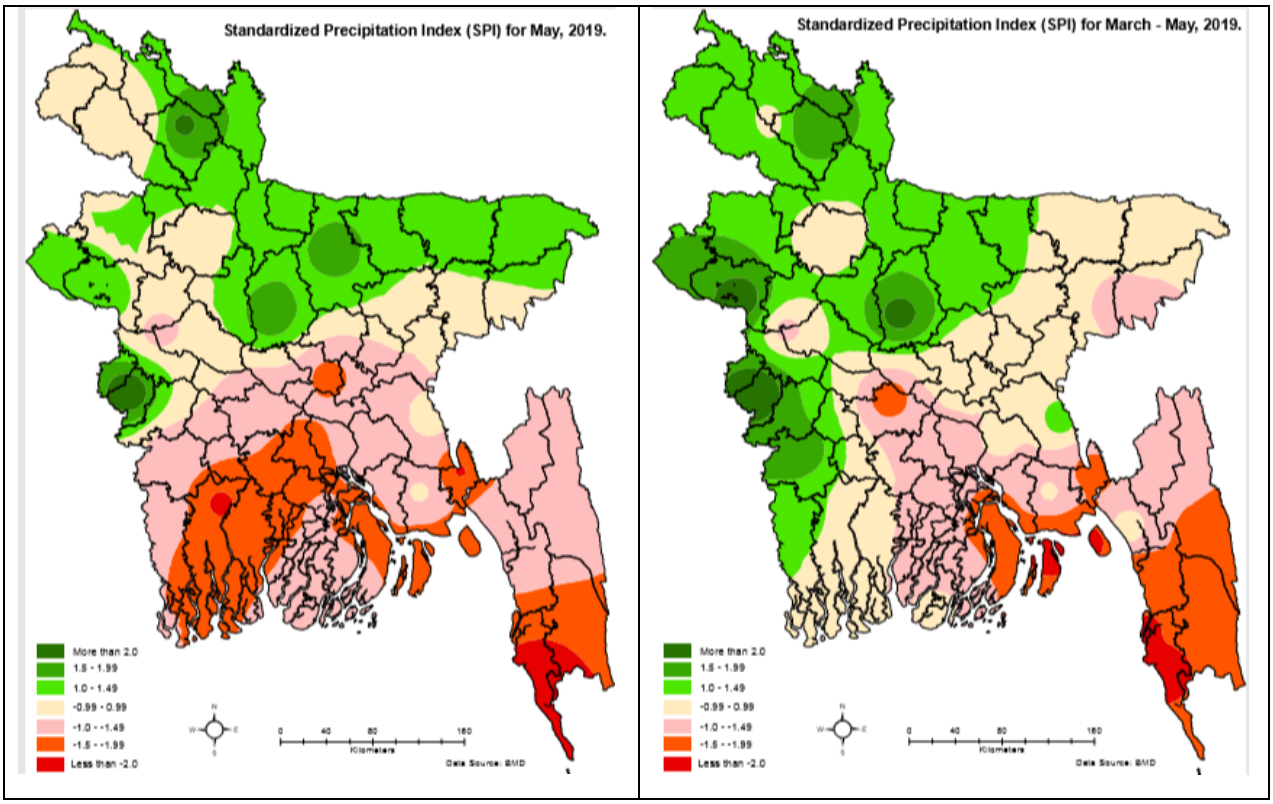

Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৩	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০৪
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি	২০	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস	৬৯	**বিপদসীমার উপরে**	**০০**